43

তারিখ 17.FEB 1992.
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দৈনিক বাংলা

বাংলা একাডেমী অমর একুশে বক্তৃতা

সাক্ষরতা ছাড়া দারিদ্র্য দূর করা যায় না ঃ আল মুতী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দু'হাজার সাল নাগাদ বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে অন্ততঃ ৬০ শতাংশে এমনকি ৮০ শতাংশেও তোলা সম্ভব। এ জন্য দরকার দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার ও বিকাশের ব্যাপক বহুমুখী কর্মসূচী।

এই কথা বলেছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী। বাংলা একাডেমীর অমর একুশে বক্তৃতায় রোববারের বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের ২০ বছর ঃ শিক্ষা ও পরিক্রম'। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। আলোচনা করেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম শমশের আলী, ডঃ নূরুন নাহার ফয়জুননেসা ও অধ্যাপক শফিউল আলম।

মূল প্রবন্ধে ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী বলেন, সাক্ষরতার হার বাড়ানো ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গভীর দারিদ্র ও

(৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

আল মুতী

(প্রথম পৃঃ পর)

দুর্গতি থেকে মুক্তির সহজ কোন পথ নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের উদ্ভবকালে প্রায় চারজনের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। দু'দশক পর এখন এ হার বেড়ে হয়েছে ৩২ শতাংশে। অর্থাৎ তিনজনে একজন। শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা আজও বর্তমান। সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার যে কার্যক্রম নিয়েছেন, তাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

প্রফেসর এম শমশের আলী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুল পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা চালু করতে হবে। কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনে এ সুপারিশ ছিল। এটা জাতির জন্য মঙ্গলজনক।

তিনি বলেন, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে তরুণ তরুণীরা তিনমাস বসে থাকে। একটি পদ্ধতি বের করে, তাদের কিছু পকেট এলাউন্স দিয়ে গ্রামে পাঠানো যায়। এ সময়ে অন্তত একজন ছাত্র বা ছাত্রী একজন বয়স্ককে সাক্ষর করে তুলতে পারবে। প্রচলিত নয় এমন পদ্ধতিতে সাক্ষরতা বৃদ্ধির ওপর তিনি জোর দেন।

ডঃ নূরুন নাহার ফয়জুননেসা বলেন, পাঠ্যক্রমে ধর্ম ও ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দ্বিধা আছে। ইংরেজী কোন ক্লাস থেকে পড়ানো শুরু হবে? এ নিয়ে বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে অবিলম্বে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার পর কর্মমুখী শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে না। সে কারণে বেকারত্ব বাড়ছে।

অধ্যাপক শফিউল আলম বলেন, শিক্ষা এখন পুঁজির বাহন। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের নাম মেধা তালিকায় থাকে না। শহরে বিত্তবানদের সন্তানদের জন্যই যেন এগুলো নির্দিষ্ট। এ কারণে সার্বজনীন শিক্ষার চিন্তা আজ কল্পনায় পর্যবসিত।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিক্ষার ওপর। গণতন্ত্র টিকবে কি না, তা শেকড় ছড়াবে কিনা এটা বোঝা যাবে আমরা শিক্ষার কতটা প্রসার ঘটাতে পারছি তার ওপর।

তিনি বলেন, শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে বে-সরকারী উদ্যোগকে জায়গা করে দেবার সময় এসেছে। বর্তমানে দেশে সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারী। এক হিসাবে এতে সরকারের বিনিয়োগ কম। অন্যদিকে অর্থের অপচয় ঘটছে। প্রতিবেশী ভারতে বেসরকারী এমন কি ব্যক্তি উদ্যোগেও বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। সেগুলো অবদানও রাখছে। বিরূপ নেতিবাচক চিন্তা না করে খোলা মন নিয়ে পুরো ব্যাপারটি পর্যালোচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, অতীতে শিক্ষাঙ্গনের ব্যক্তিত্বরা শিক্ষা উন্নয়নে যে সুপারিশ করেছেন, তার উল্টো সিদ্ধান্ত হয়েছে। গণতন্ত্রের অভাবেই এটা ঘটেছে। আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছি। আশা করব শিক্ষা, চিন্তা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সুস্থতা ফিরে আসবে। এ ধরনের ব্যাভিচার আর ঘটবে না।

আলোচনার পর সন্ধ্যায় ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান। বিপুল সংখ্যক শ্রোতা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সিরাজুস সালেকীন, রোকাইয়া হাসিনা।